খতিব তাজুল ইসলাম

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ ও
রাজনীতি-বিষয়ক ভাবনা

সারাংশ

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ ও
রাজনীতি-বিষয়ক ভাবনা

সারাংশ

খতিব তাজুল ইসলাম

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : একুশে বইমেলা ২০২৩

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৩৩০, US $ 14. UK £ 9

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮ ৪৮ ২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96950-3-5

Sarangsho
by Khatib Tajul Islam

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorpage
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

চিন্তার মৃত্যু নেই। মানুষ মরে গেলেও তার চিন্তা কখনো মরে না। আর সবকিছুর মতো এই যে কমপিউটার, এর আবিষ্কারের পেছনেও মূল অবদান কিন্তু চিন্তার। কেউ একজন এ নিয়ে চিন্তা না করলে আজ এটি আবিষ্কৃত হতো না। ফলে বলা যায়, অগ্রগামী ও উন্নত সমাজব্যবস্থার জন্য চিন্তা অপরিহার্য ও প্রধান অবলম্বন। এখানে যারা এগিয়ে, সভ্যতায় তারা পিছিয়ে থাকে না কোনোকালে। দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, আমাদের উপমহাদেশে বিশেষত বাংলাদেশে চিন্তার সে রকম চর্চা নেই। পরিণতিতে এখানকার শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থা সেই আদিকালেই পড়ে আছে।

সময় ও প্রয়োজনের ডাক শুনতে ও বুঝতে পারা উম্মাহদরদি এক চিন্তক আলিমের নাম খতিব মাওলানা তাজুল ইসলাম। ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নচারী এই আলিম সমাজের সংস্কার ও উন্নতির মানসে লেখালিখি করে যাচ্ছেন দুই যুগেরও বেশি কাল ধরে। দেশবিদেশ সফর করেছেন, বহু প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছেন। আলোচনা করেছেন, মতবিনিময় করেছেন ইসলামি অনেক চিন্তাবিদ, পণ্ডিত, গবেষক, প্রতিষ্ঠান-পরিচালকের সঙ্গে। এসব সফর, মতবিনিময়, অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর কলমে উঠে এসেছে দীর্ঘদিন ধরে চর্চা ও লালন করা তাঁর সেই চিন্তা ও স্বপ্নের অমূল্য বয়ান।

মানুষের অভিজ্ঞানের গভীরতা এবং বিশ্লেষণ ও দেখার প্রখরতা-ভেদে চিন্তার বৈপরীত্য একান্তই সুলভ একটি ব্যাপার। ফলে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের সব চিন্তার সঙ্গে সব পাঠক একমত হবেন, এমনটা আশা করা উচিত নয়। আবার চোখ বুজে সব আমলে নিয়ে মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়বেন কেউ, এমনটাও ঠিক হবে মনে করি না। চিন্তার বিপরীতে চিন্তা, ভাবনার পিঠে ভাবনা হতেই পারে; থাকতেই পারে একই বিষয়ে একজনেরই একাধিক মত—এই একটা বিষয় মাথায় রেখে গ্রন্থটি পড়লে দ্বিমতের জায়গায় সহমত না হলেও আমাদের শ্রম সার্থক জ্ঞান করব এবং কৃতার্থ ও খুশি হব।

আমরা চাই এই দুঃসময়ে গ্রন্থটির মাধ্যমে চিন্তার চর্চা বেগবান হোক। সমাজ, রাষ্ট্র এবং সর্বোপরি উম্মাহর কল্যাণের খাতিরে চিন্তাচর্চার এক সোনালি সময় ফিরে আসুক ফের।

আমাদের যাপনের সবকিছু নিয়ে ভাবা হোক। কথা হোক যথানিয়মে। আর এসবের মাধ্যমে যদি ভালো কিছু বেরিয়ে আসে, সেটাই-বা কম কীসে?

দীর্ঘ সময় নিয়ে গ্রন্থটির কাজ করেছি। আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেছে কালান্তরের সম্পাদনা-পরিষদ। তারপরও ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। বিনীত অনুরোধ থাকবে, আপত্তিকর কিছু চোখে পড়লে আমাদের অবগত করবেন। ইনশাআল্লাহ আমরা সংশোধনের জন্য প্রস্তুত।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
ফেব্রুয়ারি ২০২৩

উৎসর্গ

ষাট ও সত্তর দশকের বিপ্লবী খতিব, ফাজিলে দারুল উলুম দেওবন্দ, আমার মুহতারাম নানা, শেরে শেরপুরী (রানাপিং, গোলাপগঞ্জ, সিলেট) শহিদ আল্লামা শামসুল ইসলাম রাহ.-এর জান্নাতুল ফিরদাউস কামনায়।

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৩

প্রথম অধ্যায়

কওমি মাদরাসা, শিক্ষা ও রাজনীতি ১৫

মাদারিসে কওমিয়ার চিন্তাধারা ১৭
কর্মমুখী শিক্ষা এবং কওমি মাদরাসা ১৯
মিডিয়া ও আমাদের কওমি অঙ্গন ২৪
আলিমসমাজ ও কওমির দায়িত্বশীলদের প্রতি ২৭
দীনি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার রূপরেখা ২৯
আদর্শ ইসলামি কিন্ডার গার্টেন ৩৩
একাডেমিক পরিকল্পনা ৩৮
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মানদণ্ড ৪৪
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যেমন হওয়া উচিত ছিল ৪৭
বিশ্বজয়ী হাফিজরা তলিয়ে যায় কেন ৫৩
মোবাইল ব্যবহার ও প্রাতিষ্ঠানিক দায় ৫৬
শিক্ষা, কাজ এবং আমাদের চলমান সমাজব্যবস্থা ৬১
শিক্ষা, রাজনীতি এবং বর্তমান পরিস্থিতি ৬৩
রাজনীতি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ৬৮
শিকড়হীন ইসলামি রাজনীতি ও অনুভূতিহীন শিক্ষা ৭৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্ম, সমাজ, অর্থ ও রাজনীতি ৭৯

প্রয়োজন চিন্তার অনুশীলন ৮০
৬৮ হাজার গ্রামে ৬৮ হাজার দীনি মকতব ৮৩
কওমি কল্যাণ ট্রাস্ট ৮৬
'আমি প্রাইম মিনিস্টার হতে চাই' ৯২
দুর্ভাবনার ভাবনাসমূহ ৯৫
আমরা তাহলে মাইনকা চিপায় ৯৭
আদব-আখলাক বা ড্রেসকোডের সীমারেখা ৯৯
পাওয়ার অফ স্পিড এন্ড পাওয়ার অফ কন্ট্রোল ১০৩
ধর্ম ও সমাজসচেতনতা ১০৭
সুন্দর মানুষের সন্ধানে ১১০
ওয়াজ মাহফিলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ১১৫
ওয়াজ এবং আওয়াজ ১১৮
প্রচলিত ওয়াজ-সংস্কৃতি ১২২
কুরবানি : কিছু জরুরি বিষয় ১২৪
একজন আত্মপ্রত্যয়ী আলিমের কথা ১২৭

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় ও সমকালীন ১২৯

ওষুধ, পরিবেশ ও ডাক্তার ১৩০
পরিবেশ দূষণে রাষ্ট্রীয় আইনের ভূমিকা ১৩৪
নিরাপদ সড়ক কীভাবে সম্ভব ১৩৭
রাজনীতির বলি আর কত ১৪০
শূকর ইন্ডাস্ট্রি বনাম বেকার ইন্ডাস্ট্রি ১৪৪
হালজামানার মসজিদ ১৪৫
সাহাবিদর্শনের তৃষ্ণা মেটে যাঁকে দেখে ১৪৮
ব্র্যাক ও গ্রামীণ ১৫১
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ফারাক ১৫৩

উন্নত ও মানবিক সমাজের উপমা ১৫৯
খিলাফত সিয়াসত মুসিবত ১৬২
বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কোন পথে ১৬৯
নাস্তিকরা দোজখে গেলে কার লাভ কার ক্ষতি ১৭৪
সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনই কি সমাধান ১৭৬

চতুর্থ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক ১৭৮

প্রতিশোধ নয় প্রতিকার চাই ১৭৯
ইউরোপ-আমেরিকা থেকে মুসলমান তাড়ানোর পরিকল্পনা ১৮১
তুরস্কে উস্মাহর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব : একটি বিবেচ্য বিষয় ১৮৩
মধ্যপ্রাচ্য সংকট : ব্যর্থতার দায় কার ১৮৫
নাস্তিকদের মানবহত্যা ১৮৯

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

পরম দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। দুরুদ ও সালাম পেশ করছি সর্বশেষ নবি হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর। অগণিত রহমত বর্ষিত হোক পুণ্যাত্মা সাহাবিদের ওপর।

স্রোতের অনুকূলে চলা মানুষকে স্রোতের বিপরীতমুখী করে চালানোর প্রয়োজন অনেকেই উপলব্ধি করেন; কিন্তু তা যে কত কঠিন ও দুরূহ কাজ, ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না। আমার ভেতর এক জেদ যেন আমাকেই বলতে হবে। সাহস করে এগোতে হবে। সমাজসংস্কারের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথার ওজন সামলানো এতটা সহজ নয়, যতটা আমরা ভাবি।

সমাজকে স্রোতের বিপরীতে পরিচালনার জন্য পৃথিবীতে নবিদের আগমন ঘটেছে। নবিরা স্রোতমুখী চললে পৃথিবী সঠিক পথের সন্ধান পেত না। স্রোতের বিপরীত চলাকে ভয় করলে নবিরা তাঁদের মিশন নিয়ে এগোতে পারতেন না।

এই অনুভূতি, শক্তি ও শিহরণ ঠিক কোথা থেকে আসে আমি জানি না। তবে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি, শাহ ইসমাইল শহিদ, সাইয়িদ কাসিম নানুতুবি, শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি, শায়খুল ইসলাম সাইয়িদ হুসাইন আহমদ মাদানি, হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি, আল্লামা ইকবাল, মুফতিয়ে আজম মুফতি শাফি, বীর মুজাহিদ প্রিন্সিপাল আল্লামা হাবীবুর রাহমান রাহ.-সহ ভারত উপমহাদেশের ইলমের সিপাহসালারদের ইতিহাস থেকে কিছুটা সাহস আমরা পেয়েছি। স্রোতের বিপরীতে যাওয়ায় তাঁদের ওপর কুফরের ফাতওয়ার যে ঝড় বয়ে গিয়েছিল, সেই ঝড়ই যেন প্রতিনিয়ত আমার সাহস সঞ্চার করছে।

মানুষের সামনে সঠিক বিষয়টি তুলে ধরতে স্রোতের বিপরীত চলতে গিয়ে তাঁদের ওপর এসেছিল হাজারো বদনাম, হাজারো অপবাদ। আমার মতো নগণ্যের ওপর সেই

অপবাদের সামান্য ছিটেফোঁটা যদি এসে লাগে, তাহলে দুঃখের কিছু নেই; বরং কিছুটা তাঁদের প্রকৃত উত্তরসূরি হতে পেরেছি ভেবে নিজেকে ধন্য মনে করব।

বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকায় কয়েকজন লেখকের কিছু লেখা তাঁদের নামসহ উল্লেখ করা হয়েছে। বইয়ের প্রবন্ধগুলো মূলত সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের সমাহার। সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক গবেষণাধর্মী লেখাগুলোর সমন্বয়ে নাম দিয়েছি সারাংশ।

সারাংশ যাতে নির্ভুল হয়, সে জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন ইলিয়াস মশহুদ ও প্রকাশক আবুল কালাম আজাদ। আল্লাহ তাদের উত্তম বদলা দিন।

রচনাটি ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশের অভিপ্রায় থাকলেও বিভিন্ন কারণে হয়ে ওঠেনি। মহান রবের দরবারে বান্দার এই চেষ্টা কবুলের মুনাজাত করি।

তাজুল ইসলাম
লন্ডন, ১৭ অক্টোবর ২০২২

প্রথম অধ্যায়

কওমি মাদরাসা, শিক্ষা ও রাজনীতি

মাদারিসে কওমিয়ার চিন্তাধারা

১৮৬৭ থেকে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৫০ বছর। পুরো দেড় শতাব্দী। কত ভাঙাগড়া আর পরিবর্তন এসেছে এই উপমহাদেশে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, আমরা যে তিমির থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রামে যুক্ত হয়েছিলাম, আজও সেই তিমিরের কাছাকাছিই রয়ে গেছি। যুদ্ধবিধ্বস্ত পরাধীন শত্রুকবলিত ভূমিতে বপন করা কাসিমি বিপ্লব ছিল সুদূরপ্রসারী এক পরিকল্পনার অংশ। শিক্ষা ছিল তার মোক্ষম মাধ্যম। অপরদিকে কাসিমি কাননের আরেক চেরাগ আল্লামা ইলিয়াস কান্ধলবি রাহ. জ্বালালেন দাওয়াতি কাজের আলোকবর্তিকা। একদিকে শিক্ষার পরিকল্পনা, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে দীনের জজবা তৈরি। ঠিক তখনই রাজনীতির ময়দানে অসাধারণ কৌশলী কার্যক্রম শুরু করলেন মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রাহ.।

শিক্ষা, দীনের জজবা ও রাজনীতির ময়দানে অবদানের ত্রিমুখী অভিযান সোনালি দিনের পথে সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু হিকমতে খোদাওন্দি বলুন আর আমাদের কিসমতের দুর্বিপাক বলুন, সমন্বয়হীনতার কারণে সেই ধারাবাহিকতা আর থাকেনি। রক্ষা করতে পারিনি গৌরবোজ্জ্বল অতীত। মাহমুদ হাসানকে গান্ধিজি 'শায়খুল হিন্দ' উপাধি দিলেন, স্বাধীনতা-আন্দোলনে অসামান্য অবদানের জন্য 'শায়খুল ইসলাম' উপাধিতে ভূষিত হন হুসাইন আহমাদ মাদানি রাহ.। আজ গান্ধি নেই, নেই শায়খুল হিন্দ ও শায়খুল ইসলাম। নেই তাঁদের কাজের ধারাবাহিকতাও। মিস্টার আর মৌলবির মধ্যে দাঁড়াল পাহাড়সম প্রাচীর। ম্যানেজ করে কিছু বর্জন আর কিছু অর্জনের সেই মেধা-মানসিকতাও নেই। স্বাধীনতা-আন্দোলনের বীর সেনাপতি কাসিম নানুতবির বিপ্লব বন্দি হলো মসজিদ-মাদরাসা আর খানকার ভেতরে। ইলিয়াসি পয়গাম এখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের না-আহাল জিম্মাদারদের হাতে। রাজনীতির পুরো ময়দান এখন অন্যের দখলে। আফসোসের কারণ হচ্ছে, আমাদের গৌরবের পথচলাটা হোঁচট খেয়ে সেই যে কোমর ভেঙেছে, আজও সোজা হয়ে যেন দাঁড়াতে পারছে না।

আলহামদুলিল্লাহ, ইলমে ইলাহির ব্যাখ্যা, তাফসির ও তরজমানির ভূমিকায় কাসিমি

ফুলের সৌরভ গোটা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেওয়াটা একটা বিস্ময় বটে। আমরা নিরাশ নই, আশাবাদী। দারুল উলুম দেওবন্দ ও তার অনুগামী সব কওমি প্রতিষ্ঠানের রাহবার, চিন্তক ও আহলে ইলমদের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন, বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষাপট সামনে রেখে কাসিমি বিপ্লবকে আবারও জাগিয়ে তুলুন।

কর্মমুখী শিক্ষা এবং কওমি মাদরাসা

কলেজের লেখাপড়া চালানোর মতো আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না তুরস্কের বর্তমান প্রেসিডেন্ট এরদোগানের। তখন ইসতাম্বুলের অলি-গলিতে লেবুর রস বিক্রি শুরু করলেন। পড়ালেখার পাশাপাশি কাজের এই উদাহরণ আমাদের জন্য চাক্ষুস প্রমাণ। নরেন্দ্র মোদি এখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী; অথচ চায়ের দোকানে কাজ করে তার কৈশোর কেটেছে। তাহলে আমাদের সমস্যা কোথায়? বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে কাজ নিয়ে জড়তা-অলসতা এবং সামাজিক লাজলজ্জার যেন শেষ নেই। পাছে লোকে কিছু বলে, এই অসুখে সবাইকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে।

মিথ্যা বলবে, ধোঁকাবাজির আশ্রয় নেবে, প্রতারণা করবে, অন্যের কাছে চাইবে, ভিক্ষা করবে, এসবে লজ্জা নেই। লজ্জা কেবল কাজ করে খেতে। মাদরাসার কোনো ছাত্র দাওরায়ে হাদিসে পড়ে চায়ের দোকানে কিংবা লেবু, ডাবের পানি, আমের রস বিক্রির কথা কল্পনাই করতে পারে না। এসব কল্পনা যেন আসমান ভেঙে তার মাথায় পড়বে। জাকাত-মান্নতের টাকা খাওয়া ভালো, নাকি নিজ হাতে উপার্জন করে চলা ভালো? তাই অনাহুত এসব বাহুল্যতা ঝেড়ে ফেলতে হবে মন থেকে।

এবার আসি কাজের কথায়। শহুরে এবং গ্রামাঞ্চলের প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রেক্ষাপট কিছুটা ভিন্ন। তেমনি প্রাইমারি ও মাধ্যমিক বিভাগের প্রেক্ষাপটও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলাদা। শহরের একটি দাওরায়ে হাদিস মাদরাসার বাস্তবতা যদি সামনে রাখি, তখন আমাদের আলোচনা সহজ হবে। কারণ, মাদরাসাপড়ুয়াদের দিকনির্দেশনাই এখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য; আর সেটা হলো কওমি মাদরাসার কথা।

একটি দাওরায়ে হাদিস মাদরাসায় উচ্চমাধ্যমিক থেকে দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত যারা পড়ে, তাদের বয়স ১৫ থেকে শুরু করে ২৫ বা তার কাছাকাছি হয়ে থাকে। সংখ্যায় কম হলেও ২০০ জন শিক্ষার্থী একটি প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে। মোটামুটি ২০০ তরুণ এখন আপনার হাতের নাগালে। তাদের ভরণপোষণের জন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কত কষ্ট পোহাতে হয়। আমার প্রশ্ন হলো, এই বয়সের তরুণরা কি শুধু ফ্রি পড়ালেখা করবে? যারা সচ্ছল, তারা হয়তো পিতামাতার কাছ থেকে কিছু পরিশোধ করল। অধিকাংশ কিন্তু বিনা মূল্যে খাবার ও আবাসন সুবিধা ভোগ করে। টিউশন